

🗏 আল-মায়েদা | Al-Ma'ida | ٱلْمَائِدَة

আয়াতঃ ৫:৫৯

💵 আরবি মূল আয়াত:

قُل يا هَلَ الكِتْبِ هَل تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن أَمَنَّا بِاللَّهِ وَ مَا أُنزِلَ اِلَينَا وَ مَا أُنزِلَ اللَّهِ وَ مَا أُنزِلَ اللَّهِ وَ مَا أُنزِلَ اللَّهِ وَ مَا أُنزِلَ اللَّهِ وَ مَا أُنزِلَ مِن قَبِلُ وَ أَنَّ اَكثَرَكُم فُسِقُونَ ﴿٥٩﴾

বল, 'হে কিতাবীরা, কেবল এ কারণে কি তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কর যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে এবং পূর্বে নাযিল হয়েছে তার প্রতি? আর নিশ্চয় তোমাদের অধিকাংশ ফাসিক।' — আল-বায়ান

বল, 'ওহে কিতাবধারী সম্প্রদায়! তোমরা এ ছাড়া অন্য কারণে আমাদের প্রতি রাগান্বিত নও যে, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের প্রতি আর আমাদের পূর্বে যা নাযিল হয়েছিল তার প্রতি ঈমান এনেছি, তোমাদের অধিকাংশই তো হচ্ছে ফাসিক।' — তাইসিক্ল

তুমি বলে দাও, হে আহলে কিতাব! তোমরা আমাদের মধ্যে কোন্ কাজটি দুষণীয় পাচ্ছ এটা ব্যতীত যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা আমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছে এবং ঐ কিতাবের প্রতিও যা অতীতে প্রেরিত হয়েছে, অথচ তোমাদের অধিকাংশ লোক (উল্লিখিত কিতাবসমূহের) প্রতি ঈমান (এর গন্ডি) হতে বহির্ভূত। — মুজিবুর রহমান

Say, "O People of the Scripture, do you resent us except [for the fact] that we have believed in Allah and what was revealed to us and what was revealed before and because most of you are defiantly disobedient?" — Sahih International

কে. বলুন, হে কিতাবীরা! একমাত্র এ কারণেই তো তোমরা আমাদের প্রতি শক্রতা পোষণ কর যে, আমরা আল্লাহ্ ও আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং যা আগে নাযিল হয়েছে তাতে ঈমান এনেছি। আর নিশ্চয় তোমাদের অধিকাংশ ফাসেক।(১)

(১) এ বাক্যে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে সম্বোধন করে সবার পরিবর্তে অধিকাংশকে ঈমান থেকে বিচ্যুত বলে অভিহিত করেছেন। এর কারণ এই যে, তাদের কিছুসংখ্যক লোক এমনও ছিল, যারা সর্বাবস্থায় ঈমানদার ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তারা ছিল তাওরাত ও ইঞ্জীলের নির্দেশাবলীর অনুসারী এবং এতদুভয়ে বিশ্বাসী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়াত



প্রাপ্তি এবং কুরআন নাযিলের পর তারা রাসূল ও কুরআন অনুসারে তাদের জীবন যাপন করেছিল। তখন আয়াতের অর্থ হবে, "তোমরা এজন্যই আমাদের সাথে শক্রতা পোষণ করে থাক যে আমরা ঈমান এনেছি, আর তোমাদের অধিকাংশই ফাসিক হয়েছ।

সুতরাং আমাদের ঈমান ও তোমাদের অধিকাংশের ফাসেকীই তোমাদেরকে আমাদের শক্রতায় নিপতিত করেছে। এ আয়াতের অন্য একটি অনুবাদ হতে পারে, "আর তোমরা আমাদের সাথে এ জন্যই শক্রতা করে থাক, কারণ তোমাদের অধিকাংশই ফাসেক"। তাছাড়া আরেকটি অনুবাদ এও হতে পারে যে, "আর তোমরা এ জন্যই আমাদের সাথে শক্রতা করে থাক, আমরা আল্লাহ ও তিনি আমাদের উপর যা নাযিল করেছেন এবং যা তোমাদের উপর নাযিল করেছেন, তার উপর ঈমান এনেছি, আর আমরা এও বিশ্বাস করি যে, তোমাদের অধিকাংশই ফাসিক।" [ফাতহুল কাদীর, সা'দী, মুয়াসসার]

তাফসীরে জাকারিয়া

(৫৯) বল, 'হে ঐশীগ্রন্থধারিগণ! এ ছাড়া অন্য কারণে তোমরা আমাদের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন নও যে, আমরা আল্লাহতে ও আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতে বিশ্বাস করি। আর এ জন্যও যে, তোমাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী।'

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=728

🗕 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন